গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা

4. Complete

শিল্প মন্ত্রণালয়

ঢাকা

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূমিকা	১
অধ্যায়-২	সংজ্ঞা	২
অধ্যায়-৩	উদ্দেশ্য	২
অধ্যায়-৪	কৌশল	৩
অধ্যায়-৫	দক্ষতা উন্নয়ন	৪
অধ্যায়-৬	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়ক ভূমিকা	৫
অধ্যায়-৭	প্রণোদনা	৬
অধ্যায়-৮	রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম	৭
অধ্যায়-৯	পরিশিষ্ট-১: জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ	৮
অধ্যায়-১০	পরিশিষ্ট-২: বাস্তবায়ন পরিষদ	৯
অধ্যায়-১১	পরিশিষ্ট-৩: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য	১০

ভূমিকা

দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ দেশের জনগণের একটি বড় অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে এইখাতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। গ্রামাঞ্চলে এবং শহর এলাকায় অকৃষি খাতের মধ্যে হস্ত ও কারুশিল্পকে কর্মসংস্থান ও এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ নারী যাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করার উপর দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি হস্ত ও কারুশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বল্প পুঁজি নির্ভর এ সব শিল্পে বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতির তেমন প্রয়োজন হয় না বিধায় পণ্য উৎপাদনে খরচ কম। ফলে এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যে মুনাফা বেশী। বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্প এ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে বলে এ শিল্পখাত আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক। এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যে জাতীয় কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ থাকায় দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এ খাতকে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাজারের চাহিদানুযায়ী মানসম্পন্ন কারুপণ্য উৎপাদন এবং এ শিল্পে বৈচিত্রতা আনা জরুরি। বাংলাদেশের হস্ত ও কারু শিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি এবং হস্ত ও কারুশিল্পে সম্পৃক্তদের জীবনযাত্রার শৈল্পিক উপস্থাপন পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে পৃথক নীতি-কৌশল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। হস্ত ও কারুশিল্পকে কোন বিনিয়োগ সীমা বা নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা দ্বারা শ্রেণিভুক্ত করা যায় না বিধায় এ শিল্পের উন্নয়নে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় হস্ত ও কারুশিল্পকে একটি সুসংগঠিত উন্নয়ন খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার হস্ত ও কারু শিল্প নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সংজ্ঞা

হস্ত ও কারুশিল্পঃ কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদন করে।

অধ্যায়-০৩

উদ্দেশ্য

২.১ এ খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান।

২.২ এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

২.৩ এ শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৪ রপ্তানি আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানি বাজারে এ খাতের দ্রুত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা আনয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী নিত্যনতুন ও মানসম্মত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

২.৫ জাতীয় আয়ে হস্ত ও কারু শিল্পের অবদান নির্ণয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৬ পশ্চাদপদ নারী ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত রোধকরণ।

২.৭ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) শিল্প স্থাপন।

২.৮ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবমন্ডিত হস্ত ও কারুশিল্পকে পুনরুদ্দীপ্তকরণ।

২.৯ পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

২.১০ দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবমন্ডিত হস্ত, কারু ও তাঁতজাত শিল্প পণ্যের দেশজ ও ঐতিহ্যগত মেধা বা জ্ঞান সংরক্ষণে ভৌগলিক নির্দেশক (Geographical Indication) আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে নিবন্ধিতকরণ।

অধ্যায়-০৪

কৌশল

৪.১ সমগ্র দেশের কারুপণ্যের মানচিত্র (Crafts Mapping) প্রণয়ন করা হবে।

৪.২ সমগ্র দেশের হস্ত ও কারু শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত ও কারু পণ্য এবং কারুশিল্পীর একটি ডেটা-বেইজ প্রণয়ন করা হবে।

৪.৩ পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের সুবিধার্থে পণ্যভিত্তিক এলাকায় কারুপল্লি গড়ে তোলা হবে।

৪.৪ দেশের বিদ্যমান এবং একইসাথে লুপ্ত প্রায় কারুপল্লিগুলো চিহ্নিত করে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি এবং এসব পল্লীর উন্নয়ন এবং পুনরুজ্জীবনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৫ বিলুপ্ত অথবা প্রায় লুপ্ত এবং বর্তমানের উপকরণ নির্ভর যৌগ ও মৌলিক সকল কারুশিল্পের নমুনা ও তথ্য, প্রয়োজনে বর্ণনামুখি নকশা ইত্যাদি সকল প্রকার তথ্যাদির ডিজিটাইজড্ আর্কাইভ তৈরি করা হবে যা পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও কারুশিল্প বিষয়ক নতুন উদ্ভাবনার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

৪.৬ কৃষির পাশাপাশি অথবা অকৃষি মৌসুমে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উৎপাদনে অধিক হারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৭ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নে এবং কারুশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

৪.৮ কারুপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ও নৃ গোষ্ঠী জনবলের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.৯ এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নতমানের ও যুগোপযোগী নকশা-নমুনা সরবরাহ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪.১০ দেশিয় ও বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের জন্য হস্ত ও কারুশিল্পে নিয়োজিত কারু শিল্পীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.১১ হস্ত ও কারু শিল্পের ব্যবসা প্রসারের জন্য অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ (Forward and backward linkage) স্থাপন করা হবে।

৪.১২ পণ্যের নকশা ও নমুনা উন্নয়ন, পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, পরীক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কারখানা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ এবং প্যাকেজিং বিষয়ে হস্ত ও কারুশিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.১৩ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের নকশা ও নমুনা, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) খাতে সরকারি বিনিয়োগের সাথে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৪.১৪ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহের হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের ভোক্তা শ্রেণির রুচি ও চাহিদা বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে কারুশিল্পীদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.১৫ বিদেশে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের চাহিদা এবং সঠিক মূল্য সম্পর্কে রপ্তানিকারকদের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৬ বিভিন্ন দেশে হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক/অশুল্ক সুবিধা অর্জনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪.১৭ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য বহির্বিশ্বে পরিচিতির উদ্যোগ নেয়া হবে। মিশনসমূহে বাংলাদেশি হস্ত ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী স্টল স্থাপন ও হালনাগাদ হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রির ক্যাটালগ, পুস্তিকা ও লিফলেট রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর উক্ত প্রকাশনাগুলো আপডেট করা হবে।

৪.১৮ জাতীয় আয়ে হস্ত ও কারু শিল্পের অবদান নির্ণয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায়-০৫

দক্ষতা উন্নয়ন

৫.১ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে স্থান করে নেয়ার লক্ষ্যে দেশে দক্ষ, সৃজনশীল, সক্ষম ও উদ্যোমী হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী শ্রেণি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.২ গোষ্ঠিভিত্তিক এবং পরিবারভিত্তিক কারুশিল্পীদের তাদের নিজস্ব পেশায় আগ্রহী এবং স্থিতিশীল হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সুযোগ তৈরি করা হবে।

৫.৩ বংশপরম্পরায় লব্ধ জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কারুশিল্পী শিক্ষানবিশ তৈরি করার জন্য দেশে এবং বিদেশে বৃত্তিমূলক একাডেমিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৪ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন পণ্যের নকশা ও নমুনা তৈরির লক্ষ্যে সরকারিভাবে একটি 'জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য উন্নয়ন ও নক্সা প্রণয়ন কেন্দ্র' (National Handicrafts Product Development and Design Centre) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে; ক) হস্ত ও কারু পণ্যভিত্তিক উন্নয়ন গবেষণা; খ) নকশা প্রণয়নে শিক্ষা; গ) নকশা উন্নয়ন; ঘ) নকশা সম্পদ সংগ্রহ ও কারিগরি বিন্যাস ও প্যাকেজ ডিজাইন।

৫.৫ বিসিক নকশা কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.৬ বিশ্ব বাজারের চাহিদার আলোকে দেশি-বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় হস্ত ও কারু পণ্যের নতুন নকশা, রং ইত্যাদি মানসম্মতভাবে তৈরির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৫.৭ বিশ্ব বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠির রুচি, ধর্ম, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৮ হস্ত ও কারুশিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন, পণ্যের মানদন্ডসমূহের প্রতিপালন, ব্যবসা কার্যক্রম ও ব্যবসা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫.৯ দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যমান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএসটিআইসহ দেশে বিদ্যমান অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক মান প্রমিতকরণ সংস্থা (ISO)'র সার্টিফিকেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.১০ হস্ত ও কারুশিল্প খাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি), বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিআইএম), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৫.১১ বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) ও নকশা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় হস্ত ও কারু শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১২ দেশিয় বাজারে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের প্রতি ভোক্তার সচেতন মানসিকতা তৈরি করার জন্য সকল প্রকার প্রচারমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে দেশজ পণ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৫.১৩ হস্ত ও কারুশিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার জন্য সকল প্রশিক্ষণে Information and Communication Technology (ICT) কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অধ্যায়-০৬

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়ক ভূমিকা

৬.১ হস্ত ও কারুশিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথাযথ সহায়তা প্রদান করবে।

৬.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) হস্ত ও কারুশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority) হিসেবে কাজ করবে।

৬.৩ নিজস্ব আঙ্গিনায়/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে হস্ত ও কারুশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিসিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রদান করবে।

৬.৪ বিসিক তার শিল্পনগরীতে হস্ত ও কারুশিল্পের জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দ করবে।

৬.৫ দেশে বিদ্যমান ও লুপ্তপ্রায় কারুপল্লীসমূহের উন্নয়নে সরকারিভাবে অথবা এ শিল্পের সাথে জড়িত স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহের সম্পৃক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিসিক, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিশেষ অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৬ পণ্যমান উন্নয়ন ও এর উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যকে প্রতিযোগিতাক্ষম করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

৬.৭ হস্ত ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ওই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করবে।

৬.৮ হস্ত ও কারুশিল্পে নিয়োজিত নারীদের বিনা জামানতে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করবে।

৬.৯ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাংলাদেশ মিশনসমূহ বহির্বিশ্বে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বিদেশে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য মেলায় বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করবে।

৬.১০ পর্যটকদের আকর্ষণ করা ও এ খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে (সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে) শো-রুম গড়ে তোলা, উক্ত শো-রুমগুলোতে গুণগত মানসম্মত হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যসমূহের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১১ দেশিয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিচায়ক হস্ত ও কারু শিল্প সংরক্ষণে ঢাকায় একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং দেশিয় সকল হস্ত ও কারু পণ্যের বিক্রির লক্ষ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে কারু হাট স্থাপন করা হবে।

৬.১২ অঞ্চলভিত্তিক কারুপল্লীগুলোতে "হস্ত, কারু ও তাঁতজাত শিল্পের স্থায়ী গ্যালারি" স্থাপন করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে কর্মরত কারুশিল্পীদের (Artisan at work) মেলা আয়োজন করে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার নিয়মিত প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

৬.১৩ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ বিমান বিদেশি পর্যটকদের নিকট বাংলাদেশি হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের প্রচারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের কারুপল্লী ও অঞ্চলগুলোর সাথে পর্যটকদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে ভূমিকা রাখবে।

৬.১৪ বিসিকের সহায়তায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুপল্লীভিত্তিক সহায়ক কেন্দ্র (Common Facilitation Centre) এবং বাণিজ্য সহায়ক কেন্দ্র (Trade Facilitation Centre) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.১৫ দেশিয় হস্ত ও কারুশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক জাতীয়ভিত্তিক জরীপ পরিচালনা করে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে ডেটাবেইজ প্রণয়ন করা হবে।

৬.১৬ পণ্যের মান উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশি কারিগরি পরামর্শ ও সেবা এবং প্রযুক্তি গ্রহণে বিসিক ও বিটাক সরকারি অর্থায়নে এবং উন্নয়ন সহযোগী সাহায্যপুষ্ট বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৬.১৭ স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল হস্ত ও কারুশিল্পজাত কর্মের মৌলিক ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬.১৮ এ শিল্প খাতের নীতি বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডির প্রতিনিধির সমন্বয়ে "জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ" (পরিশিষ্ট-১) গঠন করা হবে। এই কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিসিকের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি "বাস্তবায়ন পরিষদ" গঠন করা হবে (পরিশিষ্ট-২)।

অধ্যায়-০৭

প্রণোদনা

৭.১ রাজস্ব প্রণোদনা

৭.১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি নীতিতে দেশিয় হস্ত ও কারুশিল্পের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণে এবং রপ্তানি নীতিতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.১.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হস্ত ও কারুশিল্প খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করবে।

৭.১.৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে সকল কাঁচামাল দেশে সহজলভ্য বা পর্যাপ্ত নয় সে সকল কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭.১.৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যকে মূল্য সংযোজন কর ও রপ্তানি মূল্যের উপর উৎস কর থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে।

৭.১.৫ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশিয় বস্ত্র খাত ও পোশাক শিল্পের মত ডিউটি-ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে। এ সহায়তার হার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবে।

৭.২ আর্থিক প্রণোদনা

৭.২.১ পুনঃ অর্থায়ন তহবিল (Refinancing Scheme) প্রবর্তনের মাধ্যমে হস্ত ও কারুশিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় গ্রেস পিরিয়ডসহ নমনীয় শর্তে মেয়াদী ও চলতি ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.২.২ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক পণ্যভিত্তিক মেলা ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৭.২.৩ আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের মান স্বল্প মূল্যে পরীক্ষা করার জন্য টেস্টিং সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২.৪ নতুন নতুন এলাকায় কারুপল্লী গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে কারুশিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা/বৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে।

৭.২.৫ কারুশিল্পীদের জন্য ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের সুযোগ দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিপত্র জারী করা হবে।

৭.২.৬ হস্ত ও কারুশিল্প খাতকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত (Thrust Sector) হিসেবে ঘোষণা এবং বিশেষ প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭.২.৭ আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা শিল্প ঋণ, রপ্তানি ঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হস্ত ও কারুশিল্পে নারী উদ্যোক্তাদের প্রবেশ নিশ্চিত করবে।

৭.২.৮ হস্ত ও কারুশিল্পীদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য 'হস্ত ও কারুশিল্পী জীবন-বীমা প্রথা' এবং বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 'কর্পোরোট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' কার্যক্রমে তাদের শিল্প ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭.৩ বিপণন প্রণোদনা

৭.৩.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নৃগোষ্ঠীর হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং বিপণনে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হবে।

৭.৩.২ রাজধানী ঢাকাসহ প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে সকল অঞ্চলের কারুপণ্য সমারোহে জাতীয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৭.৩.৩ কারুশিল্পীদের পণ্য বিপণনে সহায়তার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ভার্চুয়াল শপ' স্থাপন করা হবে।

৭.৪ অন্যান্য প্রণোদনা

৭.৪.১ প্রতি বছরের ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্মদিনকে "জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প দিবস" (National Crafts Day) ঘোষণা এবং প্রতি বছর ঐ দিন এ শিল্পে নিয়োজিত কারুশিল্পীদের "জাতীয় শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার" প্রদান করা হবে।

৭.৪.২ ভৌগোলিক নির্দেশকভুক্ত হস্ত ও কারু শিল্প পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

অধ্যায়-০৮

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম

৮.১ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের সহায়তায় সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৮.২ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও তাৎক্ষণিক বিক্রয় আদেশ গ্রহণ, রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এ শিল্পজাত পণ্যের ক্ষেত্রে অর্জিত বহমুখী উৎকর্ষ, উপযোগিতা ও চাহিদা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮.৩ বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে এবং দেশের আন্তর্জাতিক মানের হোটেলসমূহে হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য প্রদর্শনের সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৮.৪ বিদেশে দ্রুত বাজার সম্প্রসারণে Aggressive Market Development Programme তৈরি করা হবে। হস্ত ও কারুশিল্পপণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে জোর দেয়া হবে।

৮.৫ দেশের হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি সহজীকরণে পণ্যের Specific HS (Harmonized System) Classification প্রণয়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে। পণ্য নির্বিশেষে এ খাতের রপ্তানি আয় সঠিকভাবে প্রদর্শিত হতে হবে।

৮.৬ হস্ত ও কারুশিল্পপণ্য সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিকে উৎস দেশ (Country of Origin) প্রত্যয়নের ক্ষমতা দেয়া হবে।

৮.৭ উন্নত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য দেশের মত হস্ত ও কারুশিল্পপণ্য রপ্তানিতে প্রাধিকারভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা (Preferential Treatment) লাভের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.৮ হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য Export Credit Guarantee Scheme এবং Export Promotion Fund প্রবর্তন করা হবে।

৮.৯ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের Health, Environmental, Social Compliance and Conformity Regulation বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়া হবে।

৮.১০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পেশাজীবি নকশাবিদদের (Professional Designer) বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.১১ High End Products উৎপাদনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৮.১২ হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য রপ্তানিকারকদের সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ট্রেডবডিসমূহকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকাশনা ও জার্নাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও উক্ত খাতে উদ্যোক্তাদের তথ্যসেবা প্রদানের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) সেল স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

৮.১৩ হস্ত ও কারুশিল্প রপ্তানিকারকদের ই-বাণিজ্যিক সক্ষমতা (e-Commerce competence) বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮.১৪ প্রতি বছর প্রধান প্রধান হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারকগণকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (Commercially Important Person - CIP) ঘোষণা করা হবে।

অধ্যায়-০৯

জাতীয় হস্ত ও কারুশিল্প সমন্বয় পরিষদ

০৯.১ হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য "হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা জাতীয় সমন্বয় পরিষদ" নামে একটি পরিষদ থাকবে। যার আহবায়ক হবেন শিল্পমন্ত্রী। এ পরিষদ নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হলো:

০১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০২।	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
০৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও অডিট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	ডীন, চারু ও কারু কলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫।	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	সদস্য
১৭।	চেয়ারম্যান, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৮।	বিভাগীয় প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৯।	বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
২০।	বিনিয়োগ বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
২১।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
২২।	সভাপতি, নাসিব	সদস্য
২৩।	সভাপতি, উইমেন অনট্রাপ্রানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাক্রাফট	সদস্য
২৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	সদস্য
২৬।	সরকার কর্তৃক মনোনীত হস্ত ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
২৭।	যুগ্ম-সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

০৯.২ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ হস্ত ও কারুশিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

০৯.৩ কমিটিতে প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

অধ্যায়-১০

বাস্তবায়ন পরিষদ

১০.১ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে নীতিমালা "বাস্তবায়ন পরিষদ" গঠন করা হলো:

০১।	চেয়ারম্যান, বিসিক	সভাপতি
০২।	সদস্য, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
০৩।	সদস্য, পর্যটন করপোরেশন	সদস্য
০৪।	সদস্য, ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
০৫।	সদস্য, তাঁত বোর্ড	সদস্য
০৬।	পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
০৭।	পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
০৮।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
০৯।	বাংলাদেশ ব্যাংকের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	বিনিয়োগ বোর্ডের উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
১১।	চারু ও কারু কলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধি	সদস্য
১২।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৩।	সভাপতি, বাংলাক্রাফট	সদস্য
১৪।	সভাপতি, নাসিব	সদস্য
১৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	সদস্য
১৬।	সভাপতি, উইমেন অনট্রাপ্রানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭।	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৮।	সরকার কর্তৃক মনোনীত হস্ত ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
১৯।	পরিচালক (বিপণন), বিসিক	সদস্য-সচিব

১০.২ কমিটির কার্যপরিধি

১০.২.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

১০.২.২ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০.২.৩ হস্ত ও কারুশিল্প খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করে জাতীয় সমন্বয় পরিষদের নিকট পেশ করবে।

১০.২.৪ আমদানি ও রপ্তানি নীতি, শিল্পনীতি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করতে পারবে।

১০.২.৫ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিষদ জাতীয় সমন্বয় পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

১০.২.৬ হস্ত ও কারুশিল্প খাতের সেবা সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

১০.২.৭ কমিটিতে প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

অধ্যায়-১১

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হস্ত ও কারুশিল্পজাত পণ্য

১১.১ তাঁতজাত পণ্য যেমনঃ বেনারসি শাড়ি, জামদানি শাড়ি, টাঙ্গাইল শাড়ি, সিল্কশাড়ি (রাঙ্গামাটি/চাকমা), মণিপুরী বস্ত্র, অন্যান্য তাঁত বস্ত্র ইত্যাদি।

১১.২ বস্ত্রজাত পণ্য যেমনঃ নকশি কাঁথা, ব্যাগ, বেড কভার, কুশন কভার, গহনার বাক্স, ওয়াল ম্যাট্, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বস্ত্র ও বিভিন্ন কারুশিল্প সামগ্রি, পাঞ্জাবি, টুপি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টের তৈরি ব্যবহার্য বস্ত্র, সুঁচিশিল্প ইত্যাদি।

১১.৩ চামড়াজাত পণ্য যেমনঃ নকশি ব্যাগ, মানি ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, পার্স, বেল্ট, পোশাক, টুপি, চাবির রিং, পেন্সিল হোল্ডার, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ডেকোরেশন পিস, জুয়েলারি বক্স, ফটোফ্রেম, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদি)।

১১.৪ কাঠজাত পণ্য যেমনঃ গৃহস্থালি সামগ্রি, ফুলদানি, ট্রে, ফটো ফ্রেম, ছাইদানি, শো-পিস, পেন্সিল হোল্ডার, ভাস্কর্য, শোকেইস্, ফ্যান্সি আসবাবপত্র, জুয়েলারি বক্স, আয়নার ফ্রেম ইত্যাদি।

১১.৫ বাঁশজাত পণ্য যেমনঃ ঝুড়ি, বাঁশি, ফুলদানি, খেলনা, লাইট শেড, ফলস্ পার্টিশন, সোফা সেট, শোকেইস, বিভিন্ন প্রকার শো-পিস, ঝাড়বাতি, ছাইদানি, ট্রে, বাস্কেট, টেবিল ম্যাট, ট্রে ইত্যাদি।

১১.৬ বেতজাত পণ্য যেমনঃ মোড়া, চেয়ার, টেবিল, বেতের আসবাবপত্র, বেতের ঝুড়ি, দোলনা, সোফা, খাট, বুক-সেল্ফ, টেবিল ম্যাট, ফটো ফ্রেম, টেবিল ল্যাম্প, লাইট শেড, বিভিন্ন ধরনের ট্রে ইত্যাদি।

১১.৭ মৃৎ শিল্প যেমনঃ গৃহস্থলী সামগ্রি, শো-পিস, মাটির খেলনা, ফুলদানি, ফুলের টব, ছাইদানি, পেন্সিল হোল্ডার, ভাস্কর্য'র ঝাড়বাতি, লাইট শেড, মাটির অলংকার, ওয়ালমেট, মুড়াল চিত্রকলা, টেরাকোটা মাটির তৈরি পুতুল, খেলনা, ঝুলন্ত শো-পিস, বিভিন্ন ধরনের প্রাণির মূর্তি ইত্যাদি।

১১.৮ মোমজাত পণ্য যেমনঃ জন্মদিনের মোমবাতি, মোমের পুতুল, শো-পিস, বিভিন্ন প্রাণির অবয়ব ইত্যাদি।

১১.৯ পাটজাত পণ্য যেমনঃ চট, ব্যাগ, ওয়াল ম্যাট, কার্পেট, পাপোশ, ঝুড়ি, ছিকা, স্যান্ডেল, শতরঞ্জি, মিক্সড আইটেম (যেমন: পাট-চামড়ার ঝুড়ি, ব্যাগ, স্যান্ডেল, জুতা, লেডিস পার্স) শপিং ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, পুরুষদের সাইড ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, টিফিন ব্যাগ, ক্রিসমাস ব্যাগ, ড্র স্ট্রিং ব্যাগ, ওয়াইন ব্যাগ, নার্সারি ব্যাগ, নার্সারি পট, নার্সারি শীট, বারলাপ টেপ, জুট টেপ, জুট রিবন, জুট নেট, স্পাইরাল টিউব, স্পাইরাল ব্যাগ, ডাইড জুট ফেব্রিকস, ফ্রেইড বারলাপ, টেবিল টপার, কেমো বারলাপ, ওয়্যার বল, প্লেস মেট, টেবিল রানার, বারলাপ লিফ জুটের হ্যান্ড কার্পেট, ট্যাপেস্ট্রি, টেবিল ম্যাট, পাপোশ, হ্যামোক ইত্যাদি।

১১.১০ ঝিনুক শিল্প যেমনঃ গলার মালা, কানের দুল, হাতের বালা, চুড়ি, ঝাড়বাতি, শো-পিস, টেবিল ল্যাম্প, জুয়েলারি বক্স, সাইড টেবিল, উড ইনলে (মিশ্র মাধ্যম) ইত্যাদি।

১১.১১ ধাতব শিল্প যেমনঃ তৈজষপত্র, কাঁশা ও পিতলের বিভিন্ন প্রাণি, পাত্র, বোতাম, দরজা ও বিভিন্ন আসবাবপত্র, বিভিন্ন কিচেন সামগ্রি, শো-পিস, পার্টিশন, ওয়াল ম্যাট্, পেন হোল্ডার, বোতাম, উড ইনলে, স্টীলের খাট, আলমিরা ইত্যাদি।

১১.১২ পুতুল শিল্প যেমনঃ কাপড়, কাঠ, মাটি ও কাগজ ইত্যাদির তৈরি পুতুল।

১১.১৩ হ্যান্ড মেইড পেপার যেমনঃ হাতের তৈরি বোর্ড, শো-পিস, জন্ম দিন, নববর্ষ, দাওয়াতের কার্ড, ল্যাম্প শেড, মুখোশ, ওয়াল শো-পিস ইত্যাদি।

১১.১৪ অলংকার যেমনঃ সোনা ও রূপার চেইন, হাতের চুড়ি, গলার হাড়, নাক ফুল, পায়ের খাড়ু, বাজু, কোমড়ের বিছা, ঘড়ির চেইন, মাথার ক্লিপ, বোতাম এবং তামা, কাসা, পিতল, লোহা, শংখ, বাঁশ, মাটির অলংকার ইত্যাদি।

১১.১৫ আঁশ জাতীয় পণ্য যেমনঃ নারিকেলের ছোবড়ার শো-পিস, রশি ও নেট জাতীয় দ্রব্য, কয়ার নেট, কয়ার রোপ, নেস্ট (পাখির বাসা) পট, কয়ার পিট, তালের আঁশের টুপি, ঝুড়ি, মাদুর, ল্যাম্প শেড, টেবিল ম্যাট, ওয়াল ম্যাট, জায়নামাজ, শীতল পাটি ও এ জাতীয় পণ্য ইত্যাদি।

১১.১৬ পাতাজাতীয় পণ্য যেমনঃ হোগলাপাতা, তালপাতা, নলখাগড়া, কচুরিপানা, খেঁজুর পাতা ইত্যাদি

১১.১৭ শোলাজাত পণ্য যেমনঃ শো-পিস, প্রাণির অবয়ব, টুপি, মুকুট ইত্যাদি

১১.১৮ বিবিধঃ খয়ের, চুন, খেঁজুরের গুড়, জ্যাম, জেলি, মাশরুম, আচার, দুধের তৈরি মিষ্টি, নাড়ু, সূতার হাতপাখা, সূতার মাছ ধরার জাল, সূতার ব্যাগ ইত্যাদি।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৬ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭—৬৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৯—১৬৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৫—১৬৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫—৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ নভেম্বর ২০১৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৯.১৫-৬৩৩—The Insurance Corporations Act, 1973(Act No. VI of 1973) এর ধারা ৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর সাবেক পরিচালক জনাব শেখ আব্দুর রফিক-কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০২(দুই) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৯ অক্টোবর ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-০৮/২০০৫-৫৭৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, পিতা মৃত আহম্মদ উল্যাহ, মাতা হুরুন্নেছা বিবি, গ্রাম চৌকুনী, ডাকঘর সাতহালিয়া, উপজেলা কয়রা, জেলা খুলনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার ৩নং মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের সংশোধিত স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলা
(১)	কাঁচাবালিয়া	৮	ঝালকাঠী সদর	ঝালকাঠী
(২)	পশ্চিম সৈয়দ আউলিয়া	৪৮	বোরহানউদ্দিন	ভোলা

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২২/০৮ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৪.০৬০.০৩১.০০৬.০০.০২.২০১১(অংশ-১)-১৮৪—ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী নীতিমালা নিম্নবর্ণিতভাবে নির্দেশক্রমে পুনঃসংশোধন করা হলো:

০৩ (তিন) পার্বত্য জেলা কমিটিতে জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। এ প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নুমেরী জামান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা ঃ ২২ (উন্নয়ন-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ কার্তিক ১৪২২/০৫ নভেম্বর ২০১৫

নং ৩৭.০৩.০০০০.০৮৩.২৭.০০১.১৫-৫৭২—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ভৈবর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কিশোরগঞ্জ এর চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের ৩৭.০৩.০০০০.০৮৩.২৭.০০১.১৫-২৫১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও (সি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে অভিযোগ নামা প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৮ মে ২০১৫ তারিখে কর্মস্থলে উপস্থিত হন। গত ০১ জুন ২০১৫ তারিখে অভিযোগ নামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

২। অভিযুক্তের জবাব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও অধ্যক্ষ, ভৈরব টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের মতামত এবং ব্যক্তিগত শুনানীকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাকে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদানসহ অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ভৈরব টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কিশোরগঞ্জ এর চিফ ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া-কে 'তিরস্কার (censure)' দণ্ড প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিত কালকে অর্থাৎ গত ০২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হতে ১৭ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ (এক) বছর ০৫ (পাঁচ) মাস ১৬ (ষোল) দিন অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তবে ভবিষ্যতে একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ মাঘ ১৪২২/১৪ জানুয়ারি ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.০২৫.১২-১৪—আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কার্যকর ও দক্ষ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার "জাতীয় গুণগত মান (পণ্য) ও সেবা নীতি" ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। ইহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লুৎফর রহমান তরফদার
যুগ্ম-প্রধান।

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

১. ভূমিকা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প-২০২১ গ্রহণ করেছে। এর আলোকে দেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রয়াস এগিয়ে চলেছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হলো শিল্পায়ন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা। সদ্য প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পণ্য ও সেবার গুণগত মানের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা দলিলে প্রতি বছর ১২% রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো পণ্য ও সেবার গুণগত মান উন্নয়ন। সর্বোপরি, দেশে বাজারজাত পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি।

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া হচ্ছে শিল্পের প্রাণ। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাদৃশ্য নিরূপণ (Conformity Assessment) সেবা যথা: পরীক্ষণ, সার্টিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন ও পরিদর্শন সেবার প্রয়োজন হয়। এই সাদৃশ্য নিরূপণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কাজ করছে কি-না তা নিশ্চিত করতে মান প্রমিতকরণ (Standardization), পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী (Metrology) ও এ্যাক্রেডিটেশন সেবার প্রয়োজন হয়। একইভাবে এসব সেবাগুলোকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সর্বোচ্চ সংস্থার সকল কর্ম পরিধিতে স্বীকৃতি অর্জন করা জরুরি।

বিশ্ববাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে, ১৯৯৫ সনে সম্পন্ন ডব্লিউটিও-টিবিটি (WTO Technical Barriers to Trade-TBT) চুক্তিতে মান (Standards), পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী (Metrology), এ্যাক্রেডিটেশন এবং সাদৃশ্য নিরূপণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ঐচ্ছিক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য উৎকর্ষ সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক গুণগত মান অবকাঠামো এবং সাদৃশ্য নিরূপণ পদ্ধতিসমূহ এ ঐচ্ছিক বিধানের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানের মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিকশিত উত্তম অনুশীলনের সাথে সমন্বয়সাধন করা এবং উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ যাতে কোনভাবে বাণিজ্যে অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সেটি নিশ্চিত করা।

সরকার ইতোমধ্যে ডব্লিউটিও-টিবিটি এবং স্যানিটারি-ফাইটোস্যানিটারি (SPS) চুক্তি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠন, বিএসটিএই-এর আধুনিকায়ন এবং জাতীয় নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩, জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪, মৎস্য হ্যাচারী বিধিমালা ২০১১, উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন ২০১১, জাতীয় বীজ নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন। কিন্তু পণ্য ও সেবারমান বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, সর্বোপরি রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করার জন্য ডব্লিউটিও-টিবিটি সংক্রান্ত কর্মকান্ড আরো সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ ও ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানসম্মত ওনিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াগুলো মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলী প্রদর্শনযোগ্যভাবে প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এইরূপ মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া, তাদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষণ, সার্টিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন, পরিদর্শন এবং এ্যাক্রেডিটেশন সেবা পাওয়ার সুযোগ থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ভাগ

ভিশন, উদ্দেশ্য ও পরিধি

২. ভিশন

২.১ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কার্যকর ও দক্ষ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৩. উদ্দেশ্য

৩.১ ক্রেতা ও ভোক্তাদের পাশাপাশি দেশীয় ও রপ্তানী বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন, প্রত্যাশা এবং শর্তের সাথে মিল রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল খাতে বাংলাদেশে তৈরী বা লেনদেনকৃত পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। একই সাথে, জনগণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ, ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

৩.২ একটি বিশ্বমানের পরিমাপ বিদ্যা, মান-প্রমিতকরণ, এ্যাক্রেডিটেশন, পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন অবকাঠামো নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করা এবং এর কৌশল ও সেবা সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শর্তাবলী পূরণ করা।

৩.৩ ডব্লিউটিও-টিবিটি ও এসপিএস চুক্তি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন নিশ্চিতকরণপূর্বক জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আধুনিকায়ন এবং জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা স্থাপন।

৩.৪ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মসূচীকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৩.৫ গুণগত মান অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরবরাহকারী ও ভোক্তা উভয় পক্ষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে মান সংস্কৃতির (Quality Culture) প্রসার ঘটানো।

৩.৬ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোতে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো।

৩.৭ দেশে বাজারজাতকৃত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৩.৮ বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কারিগরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অভিন্ন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ।

৩.৯ ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তির সকল শর্ত পূরণপূর্বক বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় বাণিজ্য অংশীদারদের নিকট গ্রহণযোগ্য গুণগত মান অবকাঠামো ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো গঠন।

৩.১০ জনগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণপূর্বক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা।

৪. পরিধি

৪.১ জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি, ২০১৫-এর কার্যপরিধি হচ্ছে, দেশে গুণগত মান অবকাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয় মূল উপাদান, যথাঃ মান , পরিমাপ বিদ্যা (Metrology), পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন এবং এ্যাক্রেডিটেশন সেবার সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতির আধুনিকায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। একইসাথে, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (Technical Regulation Framework) প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিকায়ন। এছাড়া, জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার আন্ত:সমন্বয়ের বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৪.২ এ নীতি প্রাথমিকভাবে ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তির আওতাধীন সকল পদ্ধতি ও কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। খাদ্য, মৎস্য ও পানীয় সামগ্রীসহ অনেক পণ্যকে টিবিটি সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাসমূহ পূরণের পাশাপাশি, ডব্লিউটিও-এসপিএস চুক্তির শর্তাবলীও পালন করতে হয়। নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো স্যানিটারি-ফাইটোস্যানিটারি নিয়ন্ত্রণ এবং সেগুলোর পদ্ধতি সম্পর্কিত বহুবিধ নীতি নিয়ে কাজ করে। কিন্তু জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো উভয় খাতকেই সেবা দিয়ে থাকে।

৪.৩ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো

৪.৩.১ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো বা এনকিউআই বলতে সামগ্রিকভাবে এমন একটি সরকারি বা বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বুঝায়, যা মান প্রমিতকরণ, পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী, এ্যাক্রেডিটেশন এবং সাদৃশ্য নিরূপণ (পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন) সেবা প্রদান করে থাকে। জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর প্রতিষ্ঠানগুলো এই মর্মে সনদপত্র প্রদান করে যে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (যথা: কারিগরি নিয়ন্ত্রণ) বা বাজারের (যথা: চুক্তিভিত্তিক বা অনুমিত) চাহিদা অনুযায়ী অবশ্য পালনীয় শর্তসমূহ পূরণ করেছে।

৪.৩.২ বাংলাদেশের জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর প্রধান উপাদানগুলো নিম্নের ছক-এ বর্ণনা করা হলো :

উপাদান	সেবার বিবরণ	প্রতিষ্ঠানসমূহ	আনুষঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থা
মান	মান হলো কোনো পণ্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা সম্বলিত একটি দলিল যার দ্বারা পণ্য, সেবা ও প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা সঠিকভাবে ও ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত করা যায়। পণ্য ও সেবার কাঙ্খিত মান অর্জন সাধারণত: ঐচ্ছিক বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, মান ব্যবহার করা বা না করা সরবরহকারীদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে, মান সংক্রান্ত অবশ্যপালনীয় কোন শর্ত প্রতিপালন করতে কোন চুক্তিতে উপনীত হলে, যেমন-কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শর্ত, উক্ত চুক্তির শর্ত হিসেবে মানের ব্যবহার করা আইনত: বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।	● জাতীয় মান সংস্থা (National Standards Body-NSB) । বিএসটিআই হলো বাংলাদেশে এক মাত্র জাতীয় মান সংস্থা। ● মান প্রণয়ন সংস্থা (Standards Development Organization-SDO): বিএসটিআই ব্যতীত অন্য কোনো উপযুক্ত সংস্থাকে প্রয়োজনবোধে মান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তাদেরকে এসডিও বলা হবে যার বিবরণ এ নীতির ৫.৫ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	ISO, IEC, ITU
পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী	পরিমাপ করার বিজ্ঞান বা কৌশল এবং এর প্রয়োগকে পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী বলা হয়। পরিমাপ বিদ্যাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা:- (ক) বৈজ্ঞানিক পরিমাপ (মান পরিমাপের সর্বোচ্চ পর্যায় প্রণয়ন ও নির্ধারণ); (খ) আইনী পরিমাপ (বাণিজ্যে স্বচ্ছতা, আইন প্রয়োগ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর প্রভাব বিস্তারকারী পরিমাপের শুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদান) এবং (গ) শিল্পভিত্তিক পরিমাপ (শিল্প, উৎপাদন ও পরীক্ষণে ব্যবহৃত পরিমাপ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সন্তোষজনক কার্যকারিতা।	● জাতীয় পরিমাপ সংস্থা (National Metrology Institution):NML-BSTI ● মনোনীত/অনুমোদিত সংস্থা (Designated Institute-DI): যেমন, ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস (DRICM) ● পরীক্ষণ যন্ত্রপাতির সঠিকতা (Calibration) নির্ণয়ের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারসমূহ ● আইনী পরিমাপ বিভাগ (Legal Metrology Department-LMD) নোট ১: পূর্ণ বিবরণ এ নীতির৫. ২, ৫.৩ এবং ৫.৪ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	BIPM, OIML, APMP
এ্যাক্রেডিটেশন	এ্যাক্রেডিটেশন হল কোনো সাদৃশ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান (Conformity Assessment Body) গুণগত সংক্রান্ত শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা দক্ষতার সাথে মেনে চলছে কি-না তা কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা কর্তৃক আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়ন। যেমন, আইএসও/আই.ই.সি ১৭০২৫ অনুযায়ী টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির, আইএসও ১৫১৮৯ অনুযায়ী মেডিকেল ল্যাবরেটরির, আইএসও/আই.ই.সি ১৭০২১ অনুযায়ী সার্টিফিকেশন বডির এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।	● জাতীয় এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (যেমন: বিএবি)। নোট ১: সাধারণত জাতীয় এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। নোট ২: পূর্ণ বিবরণ এ নীতির ৫.৬ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	APLAC, ILAC, PAC, IAF

উপাদান	সেবার বিবরণ	প্রতিষ্ঠানসমূহ	আনুষঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থা
পরিদর্শন	পরিদর্শন হলো কোন পণ্য, সেবা, পণ্যের নকশা, পণ্যের প্রক্রিয়া বা স্থাপনা পরীক্ষা করা এবং সুনির্দিষ্ট অবশ্য পূরণীয় শর্তাদির ভিত্তিতে সাদৃশ্য নিরূপণ করা অথবা পেশাগত দক্ষতার বিবেচনায় সাধারণ শর্তাদির ভিত্তিতে সাদৃশ্য নিরূপণ করা। যেমন, আমদানিকৃত চালানের সকল পণ্য পূর্বে পরীক্ষাকৃত নমুনা পণ্যের সমমানের কি-না সেটি নিশ্চিত করতে প্রায়শই উক্ত চালানকৃত পণ্যের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	• আমদানি পরিদর্শন সংস্থা • সাধারণ পরিদর্শন সংস্থা নোট ১: উল্লিখিত সংস্থাসমূহ সরকারি বা বেসরকারি হতে পারে। নোট ২: বিস্তারিত এ নীতির ৫.৭ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	APLAC, ILAC
পরীক্ষণ	নির্দিষ্ট মান এর ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, পরীক্ষণে অ-ধ্বংসাত্মক মূল্যায়ন (যেমন-এক্সরে, আল্ট্রা সাউন্ড, চাপ পরীক্ষা, বৈদ্যুতিক পরীক্ষা, ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে যাতে পরীক্ষণ শেষে পরীক্ষিত পণ্য ব্যবহার উপযোগী থাকে) অথবা ধ্বংসাত্মক বিশ্লেষণ (যেমন-পণ্যের রাসায়নিক, যন্ত্রকৌশলগত, বস্তুগত, অনুজীববিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে যার ফলে পরীক্ষিত পণ্য ব্যবহার উপযোগী নাও থাকতে পারে)। অথবা উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে হতে পারে।	• পরীক্ষণ পরীক্ষাগার •মেডিকেল এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগার • পরিবেশ সংক্রান্ত পরীক্ষাগার নোট ১: উল্লিখিত পরীক্ষাগার সরকারি বা বেসরকারি হতে পারে। নোট ২: বিস্তারিত এ নীতির ৫.৭ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	APLAC, ILAC
সার্টিফিকেশন	সার্টিফিকেশন হল কোন পণ্য বা সেবা এবং উক্ত পণ্য বা সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মান বজায় রাখার অবশ্য পূরণীয় শর্তাবলী প্রতিপালন করছে কি না, সেটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন বা নির্ণয়পূর্বক কোন সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত পণ্য, সেবা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত হিসেবে আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়ন প্রদান।	• পণ্যের সার্টিফিকেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ বিএসটিআই) • ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সার্টিফিকেশন (ManagementSystem Certification) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ ISO 9001সনদ প্রদানকারী দেশী/ বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান) নোট ১: উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি বা বেসরকারি হতে পারে। নোট ২: বিস্তারিত এ নীতির ৫.৭ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।	PAC, IAF

৪.৪ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

৪.৪.১ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ (বাধ্যতামূলক বা অবশ্যপালনীয় মান),যা জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ, ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কারিগরি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের, কেননা এগুলো দেশের আইনী কাঠামোর একটি অংশ।

৪.৪.২ ডব্লিউটিও-টিবিটি (WTO TBT) চুক্তিতে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন একটি দলিলকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে পণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই দলিলে অবশ্য পালনীয় প্রশাসনিক বিধানাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশেষ পরিভাষা, প্রতীক (symbol), মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ বা পরিচিতি লেবেল (marking or labelling) সংযোজন সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনাবলীও সংযুক্ত থাকতে পারে ।

৪.৪.৩ দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণকারীর দায়িত্ব পালন করে। প্রচলিত যেসব নীতিমালায় মান প্রমিতকরণ এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে, সেগুলো এই নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি, ২০১৫ এক্ষেত্রে সকল কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তৃতীয় ভাগ

নীতি ব্যবস্থা

৫. জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো

৫.১ সাধারণ বিষয়সমূহ

৫.১.১ জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ও সমন্বয় সাধনমূলক ভূমিকা রয়েছে। এ নীতি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন করবে। এছাড়া, সরকার জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর মৌলিক অঙ্গসমূহের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। সর্বোপরি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ এবং সরকারী-বেসরকারি খাতের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে সহায়ক কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের অনুমোদন দেবে।

৫.১.২ একটি কার্যকর ও দক্ষ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা ও যথাযথভাবে পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও গুণগত মান অবকাঠামো উভয় খাতকে পুনর্গঠন করবে। আন্তর্জাতিক আইনী বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অবকাঠামো বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে এবং সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট সকল আইনের পর্যালোচনা করবে।

৫.১.৩ বাজারের বিপর্যয় রোধ করতে সরকার উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রযোজ্য আইনসমূহ পর্যালোচনা ও সুসংহত করবে, যাতে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে চুক্তি এবং আইনগত বিধানসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত হয়। ফলে উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে বিপুল সমারোহ থেকে পছন্দসই পণ্য ও সেবা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যাবে এবং সাদৃশ্য নিরূপণ (Conformity Assessment) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।

৫.১.৪ বাজারের উপর নজরদারি পরিচালনা করার জন্য কারিগরি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর উন্নয়ন একটি অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য দেশে যথাযথ সক্ষমতাসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ গড়ে ওঠার বিষয়ে সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে গুণগত মান-সংস্কৃতি (Quality culture) বিকাশের লক্ষ্যে সরকার গুণগত মান সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

৫.২ বৈজ্ঞানিক পরিমাপ

৫.২.১পরিমাপ বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মান অবকাঠামোর অন্যতম মৌলিক অঙ্গ হিসাবে একটি অভিন্ন পরিমাপ বিজ্ঞান কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার বিএসটিআই-এর অধীনে স্থাপিত ন্যাশনাল মেট্রলজী ল্যাবরেটরির (NML-BSTI)-এর মান আরো উন্নত করবে। এছাড়া, বিভিন্ন বিশেষায়িত বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত (Designated) প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি একক বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতি চূড়ান্ত করবে। উদাহরণ স্বরূপ রসায়ন, তেজস্ক্রিয় বিকীরণ, সংক্রামক রোগের জীবাণু (virology) অথবা অন্য কোন পরিমাপ বিদ্যায় পরীক্ষাগারসহ নির্বাচিত অন্য প্রতিষ্ঠানকেও এই দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৫.২.২ জাতীয় গুণগত মান(পণ্য ও সেবা)নীতির জন্য গঠিত কোর গ্রুপ অথবা অনুরূপ কোন উচ্চ পর্যায়ের পর্ষদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মনোনীত প্রতিষ্ঠান (Designated Institute) নির্বাচন করা হবে। ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যুরো (BIPM)-এর স্বীকৃত অনুশীলনসমূহের আলোকে বিএসটিআই-এর ন্যাশনাল মেট্রলজী ল্যাবরেটরির (NML-BSTI) এবং অন্যান্য মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স (CIPM)-এর সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত প্রতিপালন করে তা নিশ্চিত করার সার্বিক দায়িত্ব ন্যাশনাল মেট্রলজী ল্যাবরেটরির।

৫.২.৩ বাণিজ্য ও শিল্পখাত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী ন্যাশনাল মেট্রলজী ল্যাবরেটরি (NML-BSTI) এবং সকল মনোনীত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পরিমাপ বিজ্ঞান পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখবে। ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যুরো বিআইপিএম (BIPM) কর্তৃক পরিচালিত "Key Comparison Database" (KCDB)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যালিব্রেশন ও পরিমাপ সক্ষমতা (Calibration and Measurement Capabilities-CMCs)সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫.৩ শিল্প-ভিত্তিক পরিমাপ

বাণিজ্য এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিমাপ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে শিল্পখাত, ভোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে জাতীয় পরিমাপ মানদন্ডের (national measurement standards) ক্রমোন্নয়ন নিশ্চিত করাই জাতীয় মেট্রলজী ল্যাবরেটরি (NML-BSTI)-এর মূল দায়িত্ব। জাতীয় মেট্রলজী ল্যাবরেটরি, আইনী পরিমাপ বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি অথবা বিদেশী ক্যালিব্রেশন পরীক্ষাগারসমূহ ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান করতে পারবে তবে তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতিসমূহ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্যালিব্রেশন করা থাকতে হবে। এছাড়া, সকল ক্যালিব্রেশন পরীক্ষাগারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এ্যাক্রেডিটেশন বডি হতে আইএসও/আইইসি-১৭০২৫ মতে এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত হতে হবে।

৫.৪ আইনী পরিমাপ

৫.৪.১ ক্রয়-বিক্রয়, আইন প্রয়োগ, স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করতে সরকার জাতীয় মেট্রলজী ল্যাবরেটরি (NML-BSTI)-এর পাশাপাশি বিএসটিআই-এর মেট্রোলজী উইং-এর ওজন ও পরিমাপ বিভাগকে আইনী পরিমাপ (Legal Metrology) সংক্রান্তএকটি পূর্ণাঙ্গ উইং এ উন্নীত করবে। এ সংস্থার দায়িত্বসমূহের মধ্যে থাকবে, নিয়ন্ত্রণ পরিধির আওতায় পরিমাপ যন্ত্রপাতির ধরণ অনুমোদন (Type approval), ক্যালিব্রেশন ও যাচাই এবং আন্তর্জাতিক লিগ্যাল মেট্রলজী সংস্থা (OIML)-এর সুপারিশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে পণ্যের মোড়ক-পূর্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া (pre-packaging operations) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিত করা।

৫.৪.২ লিগ্যাল মেট্রলজী সংস্থা ক্রয়-বিক্রয়, আইন প্রয়োগ, স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্রপাতির ধরনের যথাযথ অনুমোদন (Type approval) প্রদান করবে। এছাড়া, উক্ত সংস্থা সকল ব্যবসায়ী ও ভোক্তার জন্য এমন একটি উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যাতে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করা যায় এবং পরিমাপ যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার শুরুর পরে সেগুলো নিয়মিতভাবে ক্যালিব্রেশন ও যাচাই (Verification) করা যায়। লিগ্যাল মেট্রলজী সংস্থা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত মানের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে বাজারজাত পণ্যের জন্য প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্ধারণ করবে এবং সরবরাহকারী কর্তৃক উক্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ মেনে চলার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৫.৫ মান

৫.৫.১মান প্রণয়ন প্রক্রিয়া একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত কার্যক্রম যা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সকল পক্ষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। বিএসটিআই বাংলাদেশের একমাত্র সংস্থা যা জাতীয় মান (বিডিএস স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়ন, অনুমোদন ও প্রকাশ করার জন্য দায়ীত্বপ্রাপ্ত। জাতীয় পর্যায়ের মূল প্রয়োজনীয় তাকে বিবেচনায় রেখে বিএসটিআই জাতীয় মান এবং মান সংক্রান্ত নির্দেশনামূলক দলিলপত্রাদি প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তুলবে। বিএসটিআই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বিধান করবে এবং প্রাসঙ্গিক মানগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিল্প কারখানা এবং গোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে গ্রহণ (Adopt) করতে উৎসাহ যোগাবে।

৫.৫.২ বিএসটিআই এরকারিগরি কমিটি নিজস্ব সক্ষমতার মধ্যে মান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করবে অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন মান প্রণয়নকারী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করবে। বিএসটিআই অথবা এর নিবন্ধিত যে কোন মান প্রণয়নকারী সংস্থা, ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তি এবং আইএসও/আইইসি এর নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত সকল সর্বোত্তম অনুশীলন এবং আবশ্যিক শর্ত প্রতিপালন করবে। বিএসটিআই জাতীয় পর্যায়ের মানগুলো সকল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, বাজার প্রবণতা এবং আন্তর্জাতিক আবশ্যকতার সঙ্গে যাতে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তা নিয়মিত পর্যালোচনা ও হাল নাগাদকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। বিএসটিআই সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশীয় সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় করবে।

৫.৫.৩ দেশের জাতীয় মানদন্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠিত হবে। উক্ত কমিটি অনুমোদিত সকল নির্দেশিকা ও নিয়মাবলীর সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে মানদন্ডসমূহ চূড়ান্ত করবে। মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান সংস্থা এবং পেশাজীবী সংগঠন এর পাশাপাশি ব্যক্তি বিশেষ বা সংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীবৃন্দ, সরবরাহকারীগণ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমন এনজিও এবং পেশাভিত্তিক সমিতি এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫.৬ এ্যাক্রেডিটেশন

৫.৬.১ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিবিধানে সাদৃশ্য নিরূপণ সেবা প্রদানকারীদের কারিগরি সক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ ও সনদ প্রদান করার প্রয়োজনে সরকার ২০০৬ সনে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) স্থাপন করে যার কার্যক্রম বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বিএবিজাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর একমাত্র এ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ILAC এবং IAF-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হবে।

৫.৬.২ উপরোক্ত কার্যপরিধিতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএবি প্রয়োজনীয় মানদন্ড বজায় রাখবে।আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC), আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF),আঞ্চলিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) ও প্যাসিফিক এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (PAC) হতে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বিএ বিকে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৬.৩ বিএবি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, আওতাধীন কারিগরি সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে কারিগরি কমিটি গঠন করবে। বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণে ইচ্ছুক এমন সকল প্রয়োজনীয় খাত যেমন: পরীক্ষণ ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, পণ্য ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা এবং মান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে, যে কোন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা সন্তোষজনকভাবে মেটানো যাবে।

৫.৭ সাদৃশ্য নিরূপণ

৫.৭.১ সাদৃশ্য নিরূপণ সেবার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীর পণ্য ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। আন্তর্জাতিক মান এবং নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সাদৃশ্য নিরূপণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছতার সাথে, বৈষম্যহীন ভাবেও অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে জাতীয় চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। সাদৃশ্য নিরূপণ (যেমন: টেস্টিং, ইন্সপেকশন, সার্টিফিকেশন) সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত (Accredited) হতে হবে।

৫.৭.২ বেসরকারি খাতে সাদৃশ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, সক্ষমতা ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে। সরকারি ক্রয়-বিক্রয় এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণে সাদৃশ্য নিরূপণের প্রয়োজন হলে সনদপ্রাপ্ত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে এসব সেবা গ্রহণে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে। এসব ক্ষেত্রে স্বীকৃত সাদৃশ্য নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো

৬.১ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন একটি দলিলকে বোঝায় যাতে অবশ্য প্রতিপালনীয় প্রযোজ্য প্রশাসনিক বিধানাবলীসহ পণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পদ্ধতি বিধৃত থাকে এবং বিশেষভাবে পণ্য, প্রক্রিয়া বা উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরিভাষা, প্রতীক, মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ বা পরিচিতি লেবেল সংযোজন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত বা উক্ত বিষয়সমূহের নির্দেশনা থাকে।

৬.২ সরকারের সার্বিক প্রতিশ্রুতি

৬.২.১ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তির বাধ্যবাধকতাসমূহ প্রতিপালন করতে হয়। তাই, সরকার কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়টি এমনভাবে নিশ্চিত করবে, যাতে যে কোন দেশ হতে আমদানিকৃত পণ্য এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য সমমর্যাদায় বিবেচনা করা হয়। কারিগরি নিয়ন্ত্রণ যাতে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে না পারে সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

৬.২.২ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে কোন প্রকার ছাড়না দিয়ে সরকার সরবরাহকারীদের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণমূলক চাপ সীমিত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সরকার একটি জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরী করবে যা সকল মন্ত্রণালয়, অধীনস্থ সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মান ব্যবহার, সাদৃশ্য নিরূপণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। সকল মন্ত্রণালয়, অধীনস্থ সংস্থাসমূহ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসরণ করবে।

৬.৩ কারিগরি প্রয়োজনীয়তাসমূহ

কারিগরি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী আন্তর্জাতিক মান অথবা তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় মানভিত্তিক হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা পরিহার করেকারিগরি বাধ্যবাধকতাসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে এগিয়ে চলা যায়।

৬.৪ নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ

৬.৪.১ আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেজাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাঝে উদ্ভূত স্বার্থের সংঘাতকে নিম্নতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে সরকার সচেষ্ট থাকবে। সুতরাং, জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে যাতে দ্বৈততা না থাকে তা সরকার নিশ্চিত করবে।

৬.৪.২ প্রতিটি মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাতওয়ারী নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিচালনা করে। উক্ত সংস্থাগুলো যাতে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিজ নিজ ক্ষেত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন সম্পর্কে অবহিত করতে বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবংকারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল (Bangladesh National Quality and Technical Regulation Council-BNQTRC) কাজ করবে।

৬.৪.৪ নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের উপর যথাযথ নজরদারি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবে। আমদানিকৃত ও দেশীয় সকলপণ্যকে বাজার নজরদারির আওতায় আনার পাশাপাশি পণ্যের গুদামঘর, বিতরণ কেন্দ্র এবং কলকারখানাও উক্ত কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ নতুন পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিবর্তে বিদ্যমান উপযুক্ত পরীক্ষাগার থেকে সাদৃশ্য নিরূপণ সেবা যথাসম্ভব বেশি করে গ্রহণ করবে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারি অর্থের উপর চাপ কমবে, অন্যদিকে সরবরাহকারীরাও পছন্দমত সেবা প্রদানকারী সংস্থা বেছে নেয়ার সুযোগ পাবে।

৬.৫ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সরবরাহকারী কর্তৃক কারিগরি নিয়ন্ত্রণের সকল শর্তপালন করানিশ্চিত করতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করা প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হবে যাতে সরবরাহকারীরা জরিমানা ব্যতীত নিম্নমানের পণ্য ও সেবার পরিবর্তে সঠিক মানের পণ্য ও সেবা প্রদান করে, অথবা সেগুলোকে বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে পারে। সরবরাহকারীরা প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে তাদের আদালতের আওতায় আনা যাবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে সরাসরি সরবরাহকারীদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেয়া যাবে।

৬.৬ বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল

জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়ন এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ অর্পন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয়গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করবে :

(ক) গুণগত মান, কারিগরি নিয়ন্ত্রণ, মেট্রলজী, মান, এ্যাক্রেডিটেশন এবং জাতীয় গুণগত মান পুরস্কার সংক্রান্ত আইন, নীতি, কৌশল (Strategy) ও নির্দেশনা প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা;

(খ) জাতীয় টিবিটি অনুসন্ধান স্থান (National Enquiry Point for WTO TBT) হিসাবে কাজ করা এবং বিভিন্ন প্রকার মান, কারিগরি নিয়ন্ত্রণ এবং ডব্লিউটি ও টিবিটি চুক্তি প্রতিপালনে সাদৃশ্য নিরূপণ এবং প্রশাসনিক রীতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান;

(গ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ও বাস্তবায়িত কারিগরি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানগুলো চিহ্নিতকরণ, প্রকাশ এবং যোগাযোগ স্থাপন যাতে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (টিআরএফ) সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সেগুলোর বিনিময় করা এবং টিআরএফ এর কার্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদান;

(ঙ) নতুন কারিগরি নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম এবং যে কোন মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রণীত নতুন কারিগরি নীতিমালা মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদে উত্থাপন করার পূর্বে এই অফিস পর্যালোচনা করবে যাতে অন্যান্য কারিগরি নীতিমালা বা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়;

(চ) সকল কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা পদ্ধতি প্রণয়ন, এবং প্রয়োজনবোধে সংগতিপূর্ণভাবে পুনর্গঠন ও সম্পাদন;

(ছ) মন্ত্রণালয় ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন এবং যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবনের স্বার্থে কারিগরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিভেদ অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ, একই কাজে একাধিক মন্ত্রণালয়ের পুনঃদায়িত্ব পালন পরিহার এবং অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা;

(জ) প্রতি ছয় মাস অন্তর মন্ত্রণালয়ে পেশের জন্য রিপোর্ট তৈরী যাতে গুণগত মান অবকাঠামোর উন্নয়ন, সমস্যাবলী এবং সুপারিশমালা সকল মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখ করা থাকবে;

(ঝ) গুণগত মান সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রচার করা;

(ঞ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে কোয়ালিটি কোষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(ট) গুণগত মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা;

(ঠ) পণ্য এবং সেবার শ্রেণি (Category) অনুযায়ী কারিগরি নিয়ন্ত্রণ এর একটি ডিজিটাল ডাটাবেস উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা;

(ড) দেশে আইএসও সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং সনদ গ্রহণকারী সংস্থার ডিজিটাল ডাটাবেস উন্নয়ন ও সংরক্ষণ। এই সব সংস্থার তদারকী করা এবং আইএসও সনদের অপব্যবহার রোধ করা;

(ঢ) গুণগত মান ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা;

(ণ) জাতীয় গুণগত মান পুরস্কার প্রদান ও ব্যবস্থাপনা;

(ত) জাতীয় গুণগত মান নীতি ও এ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন করা।

৭. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গুণগত মান সচেতনতা

৭.১ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

৭.১.১ অর্থনীতির সাথে সঙ্গতি রাখতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাররা যাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যক্রমে শ্রেণীভিত্তিক জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হবে। গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ সচেতনা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণকরবে।

৭.১.২ গুণগত মান, কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরীক্ষক ও পরামর্শকসহ দক্ষ পেশাজীবী জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে বেসরকারি ও বহুজাতিক সংস্থাকে এ রকম প্রশিক্ষণ ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালনে প্রণোদনা দেয়া হবে।

৭.২ গুণগত মান সচেতনতা

৭.২.১ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী বাহিনীর দৈনন্দিন কাজে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার মত সাধারণ আচরণসমূহের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া, শিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতির চলমান সকল কার্যক্রমে এবং গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।

৭.২.২ জাতীয় গুণগত মান সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা জোরদার করতে গুণগত মান ও ভোক্তা অধিকার বিষয়ক ধারণা, তত্ত্ব, সূত্রাবলী, অনুশীলন এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. তথ্য নেটওয়ার্ক

৮.১ বহির্বিশ্বের সাথে সুদক্ষ ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করে বিএসটিআই, বিএবি, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন জাতীয় গুণগত মান সংস্থাগুলোকে একটি একক নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত নেটওয়ার্কিং এ নিম্নবর্ণিত অংশীদারদের অংশগ্রহণ বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

৮.১.১ জাতীয় টিবিটি অনুসন্ধান স্থান

গুণগত মানবিষয়ক কর্মকান্ডের সাফল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে ব্যাপক তথ্য নেটওয়ার্ক গঠন করা জরুরী। এ জন্য জাতীয় টিবিটি অনুসন্ধান স্থানের দায়িত্ব বাংলাদেশ গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলে হস্তান্তর করা হবে যা উক্ত তথ্য নেটওয়ার্কের শীর্ষে টিবিটি অনুসন্ধানের কেন্দ্র হিসাবে নিয়োজিত থাকবে। তবে এতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার এর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করাহবে। জাতীয় টিবিটি অনুসন্ধান স্থান নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে :

(ক) বিভিন্ন প্রকার মান,কারিগরি নিয়ন্ত্রণ এবং ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তি প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সাদৃশ্য নিরূপণ এবং প্রশাসনিক রীতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান;

(খ) বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের সকল স্টেকহোল্ডারকে তাদের ব্যবসা এবং দেশের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ব্যবসার এমন ধারা সম্পর্কে অবহিত করতে ডব্লিউটিওর চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিসমূহ পর্যালোচনা করা; এবং

(গ) বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ডব্লিউটিওতে সরকারের প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক সকল তথ্য সংকলন করা।

৮.১.২ জাতীয় এসপিএস অনুসন্ধান স্থান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডব্লিউটিও সেলকে বাংলাদেশের জাতীয় এসপিএস অনুসন্ধান কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত মন্ত্রণালয় নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যের গুণগত মান এবং ডব্লিউটিও-এসপিএস ও ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তিদ্বয়ের পরিধিভুক্ত অন্যান্য সকল পণ্য সম্পর্কে একটি কার্যকর ও দক্ষ যোগাযোগ সেবা প্রদান করতে এসপিএস অনুসন্ধান কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় স্টেকহোল্ডারদের সুবিধার্থে এসপিএস ও টিবিটি অনুসন্ধান কেন্দ্র দুটির মধ্যে কার্যকর ও দক্ষ যোগাযোগ মাধ্যম বজায় রাখা নিশ্চিত করবে।

৮.১.৩ রপ্তানী উন্নয়ন এবং বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৮.১.৩.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)-কে রপ্তানী উন্নয়ন, বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ এবং এ বিষয়ে বেসরকারি খাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার উন্নয়ন ঘটানোর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। ইপিবি উন্নয়ন সংক্রান্ত ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি উক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও উক্ত তথ্য রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের লক্ষ্য হচ্ছে, রপ্তানীর সাথে সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মান সম্পর্কে সচেতনতা, উৎপাদনশীলতা ও বহমুখীতা বৃদ্ধি, শর্ত প্রতিপালন ও সামগ্রিক সক্ষমতা অর্জন সম্পর্কিত ইস্যুগুলোর মত সরবরাহ বাণিজ্যের বাধা অপসারণ এবং রপ্তানী সম্ভাবনাময় শিল্প-কারখানার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৮.১.৩.২ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এক্ষেত্রে তাদের তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করবে। এর পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত নতুন বাজারের অবস্থা ও পণ্য চাহিদা, যাচিত মানসহ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাদি ও রীতি প্রতিপালন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইপিবি এবং বিপিসি উভয় সংস্থা রপ্তানী বাজার বিশেষত: এসএমই সেক্টরের জন্য উপযুক্ত মোড়কের নকশা করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিয়য়ে রপ্তানিকারকদের পরামর্শ সেবা প্রদানে উদ্যোগী হবে।

৮.১.৪ সহযোগিতা এবং সমন্বয়

সরকার এটি নিশ্চিত করবে যে, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বিএসটিআই তাদের জ্ঞাত তথ্য নিজেদের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় করবে যাতে সরবরাহকারী ও রপ্তানিকারকরা রপ্তানি বাজারের চাহিদা ও প্রতিপালনীয় শর্তাদি সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে অবহিত হয়। এক্ষেত্রে, ইপিবি এবং বিএসটিআই প্রাসঙ্গিক তথ্য পরস্পরকে অবহিত করতে ও সেগুলো সংগ্রহের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করবে এবং একটি তথ্য পোর্টাল তৈরী করবে। সরবরাহকারীদের এই তথ্য পোর্টালে সহজে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে। পণ্য ও সেবার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য এ দুটি প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৯. অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

৯.১ বেসরকারি খাত

জাতীয় গুণগত মান নীতি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ খুবই গুরত্বপূর্ণ। গুণগত মান অবকাঠামো হতে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের জন্য বেসরকারি খাত অন্যদের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে :

(ক) পণ্য ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করবে, গুণগত মানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলনগুলো দ্রুত চালু করবে এবং এভাবে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবাকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে অবদান রাখবে;

(খ) মান প্রমিতকরণ ,এ্যাক্রেডিটেশন, পরিমাপবিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের কারিগরি কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে;

(গ) জাতীয় গুণগত মান পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সেগুলো উন্নয়নে কাজ করবে;

(ঘ) সাময়িকী, পত্রিকা অথবা অন্য কোন উপযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ এবং প্রচারে প্রতিনিধি সভা ও সেমিনারের মতো কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে এবং সেগুলোর উন্নয়ন ঘটাবে;

(ঙ) পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে;

(চ) গুণগত মান নীতি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট উন্নত বাজার সুযোগের সুবিধা কাজে লাগিয়ে গুণগত মান অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে; এবং

(ছ) সকল গুণগত মান-সহায়ক কর্মকান্ডে প্রয়োজনে অর্থায়ন করবে।

৯.২. বেসরকারি সংগঠনসমূহ (NGOs)

৯.২.১ গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতির সফল বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে সমাজের সকলের বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সমিতি, শিল্প কারখানা মালিক সমিতি, বণিক সমিতি এবং গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন হবে।

৯.২.২ জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলোকে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করে নিম্নলিখিত কর্মকান্ডে অংশ নিতে উৎসাহ দেয়া হবে :

(ক) গুণগত মান সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রসার এবং উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

(খ) গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য প্রচারে অংশগ্রহণ;

(গ) গুণগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণেসহায়ক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;

(ঘ) মান প্রমিতকরণ, পরিমাপ, এ্যাক্রেডিটেশন এবং গুণগত মান বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোর যথাযথ প্রতিনিধিত্বকরণ; এবং

(ঙ) জাতীয় গুণগত মান নীতি বাস্তবায়নের উন্নততর পন্থা এবং উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান।

৯.২.৩ মান প্রমিতকরণ ও গুণগত মান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হবে, যাতে সেগুলো জাতীয় পর্যায়ে উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে অবদান রাখতে হবে।

৯.৩. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারগণ

বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর সাথে সংস্থাগুলোকে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে যাতে বাংলাদেশ বহিঃবিশ্বের সাথে একই কাতারে সংযুক্ত থাকে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হয় :

(ক) জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(খ) অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য অংশীদারদের সহায়তা প্রদানে সমন্বয় সাধন;

(গ) বাংলাদেশে গুণগত মান সংক্রান্ত প্রযুক্তি আনয়নে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) গুণগত মান ও প্রযুক্তি অবকাঠামোর পর্যাপ্ত উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক তথ্য ও জ্ঞান আহরণে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহে বাংলাদেশের অংশগ্রহণে সহায়তা করা; এবং

(চ) জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়ন সহজতর করতে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ এবং কারিগরিকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

১০.১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মান, পরিমাপ বিজ্ঞান, এ্যাক্রেডিটেশন এবং সাদৃশ্য নিরূপণের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় সম্পৃক্ততা সর্বিশেষ গুরত্বপূর্ণ যাতে বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্জিত উন্নয়নের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে সমানতালে এগিয়ে যেতে পারে।

১০.২ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর বিভিন্ন কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সকল স্টেকহোল্ডার সহযোগিতা করবে। উল্লেখযোগ্য সংস্থা হলো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO), ইন্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (IEC), আইনগত মেট্রলোজি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা (OIML), ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা (BIPM), কোডেক্স এলিম্যান্টারিয়াল কমিশন (CAC), ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU), ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যান্ট প্রোটেকশন কনভেনশন (IPCC), প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ব সংস্থা (OIE),ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF), ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটারি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC)। সরকার এ সব আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক জোরদার করতে এবং বাংলাদেশের সাথে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এমন সকল সাধারণ সভায় বিশেষ করে কারিগরি কমিটিতে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সহায়তাদানে সচেষ্ট থাকবে। সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় এনে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের সম্পৃক্ততার জন্য একটি কৌশল প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে।

১০.৩ সকল স্টেকহোল্ডার ডব্লিউটিও-টিবিটি চুক্তির শর্তাবলী বাস্তবায়নে একটি কার্যকর সমঝোতা ও অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সহযোগিতা করবে এবং জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো (NQI) ও কারিগরী নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিষয়ে বাংলাদেশের দায়সমূহ এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে পূরণ করবে।

১১. জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে অর্থায়ন (Financing the National Quality Infrastructure and Technical Regulation Framework)

১১.১ জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় উৎস হতে অর্থ সংস্থান করার বিষয়টি খুবই গুরত্বপূর্ণ। সরকারি খাতে বিদ্যমান জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন, মানোন্নয়ন এবং কাঠামো পরিবর্তনে অর্থায়নের দায়িত্ব থাকবে সরকারের। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কারিগরি কমিটিতে ও সংস্থায় বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা থাকায় তারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় অর্থায়নের দায়িত্ব নেবে।

১১.২ সরকার নিম্নবর্ণিত কর্মগুলো সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে :

(ক) বিএসটিআই কর্তৃক জাতীয় মান নির্ধারণ, এ বিষয়ক প্রকাশনা চালু রাখা এবং মান বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র পরিচালনা;

(খ) ন্যাশনাল মেট্রলজী ল্যাবরেটরি (NML-BSTI) কর্তৃক জাতীয় পরিমাপ (National Measurement) সংক্রান্ত মান, নীতি ও আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

(গ) স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় ক্যালিব্রেশন সেবা, আইনীপরিমাপ (Legal Metrology) এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এর ব্যয় ভার বহন করা;

(ঘ) জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো কার্যক্রমের যথাযথ কার্যকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা-বিএসটিআই, বিএবি, এনএমএল-বিএসটিআই ও লিগ্যাল মেট্রলজি ডিপার্টমেন্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ISO, IEC, BIPM, OIML, CAC, IAF, ILAC ইত্যাদির মত সংস্থার সদস্যপদ বজায় রাখার ব্যয়ভার বহন করা (যেমন সদস্য ফি);

(ঙ) বেসরকারি খাতের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হতে এই গুণগত মান নীতির সমর্থনে যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষণ ও ক্যালিব্রেশন সেবাসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা। কৌশলগতভাবে গুরত্বপূর্ণ পরীক্ষণ সক্ষমতার বাণিজ্যিকীকরণ যেহেতু কখনোই সফলভাবে করা যায় না, সেহেতু কৌশলগত প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত এ ধরনের পরীক্ষণ খাতে যথাযথভাবে অর্থায়ন করা; এবং

(চ) কারিগরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে উপযুক্ত বাজার নজরদারি পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কারিগরি নিয়ন্ত্রণের আওতায় সরবরাহকারীদেরকেই তাদের সরবরাহকৃত সকল পণ্যের পরীক্ষণ ও সনদপ্রদান বাবদ ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

১১.৩ বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ও সরকারি খাতের জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোর স্ব-উপার্জিত আয়ের ধারা অপরিবর্তিত রাখতে সাদৃশ্য নিরূপণ সেবা গ্রহণকারী সকল বেসরকারি শিল্প কারখানা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই সেবা গ্রহণের আর্থিক দায় গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সেবাগ্রহণের মূল্য এমনভাবে ধার্য্য করতে হবে, যাতে প্রকৃত ব্যয় উঠে আসে, এক্ষেত্রে বিশেষত: ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ প্রদানের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

১২. আইনী কাঠামো

১২.১ গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট আইন বাণিজ্যের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সরকারি খাতে করণীয়, কর্তৃত্ব, পরিচালনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, কর্ম-প্রক্রিয়া এবং কার্যাবলী আইনী কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং, এই গুণগত মান নীতি বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের বিদ্যমান আইনী কাঠামো পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত সকল উত্তম অনুশীলনের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নির্ধারণএবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সকল দায়বদ্ধতা প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

১২.২ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রণীত আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা হবে, তবে প্রয়োজনে শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যথা :

(ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) প্রতিষ্ঠা এবং শর্তাবলী পূরণে সক্ষম বাংলাদেশের জাতীয় মান প্রণয়ন এবং প্রকাশনার উন্নয়ন;

(খ) বৈজ্ঞানিক পরিমাপ বিদ্যা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেট্রলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;

(গ) ওজন ও পরিমাপ কার্যক্রমকে আইনী পরিমাপ কার্যক্রমে উন্নীত করা; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠা এবং এর দায়িত্ব ও কর্মপ্রক্রিয়া।

১২.৩ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হবে, তবে প্রয়োজনে শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যথা :

(ক) জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্ধারণ; এবং

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।

চতুর্থ ভাগ

বাস্তবায়ন

১৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও কোর গ্রুপ

১৩.১ শিল্প মন্ত্রণালয়কে জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বস্ত্র ও পাট, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, শ্রম ও কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ বিএসটিআই ও বিএবি-এর প্রতিনিধিত্বে একটি কোর গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিল্পমন্ত্রী উক্ত কোর গ্রুপের সভাপতি। এছাড়া, বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে উক্ত কোর গ্রুপে পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণের সুযোগ রাখা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় উক্ত কোর গ্রুপের সদস্যপদ প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৩.২ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো-এর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত আধুনিকায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই আন্ত:মন্ত্রণালয় কোর গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এর ফলে জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত সর্বোত্তম অনুশীলন ও প্রথামতে সকল শিল্প-কারখানা, সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অধিকতর দক্ষতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা দিতে পারবে। বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এ সকল কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে থাকা টিআরএফ-এর কর্মপন্থার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো সমভাবে প্রযোজ্য। কোর গ্রুপ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে :

(ক) জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির প্রয়োগ;

(খ) প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত পাওয়ার জন্য উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;

(গ) জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি, কার্যাবলী ও ভূমিকা চূড়ান্তকরণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন;

(ঘ) জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;

(ঙ) সরকারের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ও কর্মপ্রক্রিয়া অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন, বিধি ও কার্যপদ্ধতি আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহের অগ্রগতি সাধন; এবং

(চ) নীতির বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

১৪. বাস্তবায়ন কৌশল

১৪.১ কর্ম পরিকল্পনা

১৪.১.১ জাতীয় গুণগত মান (পণ্য ও সেবা) নীতি, ২০১৫ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি জারির পর যথাশীঘ্র সম্ভব কোর গ্রুপের সহযোগিতায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে এ নীতি বাস্তবায়নের সময় অন্য কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা/ সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হলে শিল্প মন্ত্রণালয় তাদেরকেও এই নীতি বাস্তবায়নে সংযুক্ত করবে।

১৪.১.২ এই নীতিতে উল্লিখিত গুণগত মান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টন করতে হবে। বাংলাদেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ে জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো ও কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গঠিত সেগুলোর কর্মকান্ডের মধ্যে যাতে কোন প্রকার ভুলত্রুটি, পুনরাবৃত্তি, দ্বৈততা (Duplication) এবং স্বার্থের সংঘাত না থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে একটি সমন্বিত পন্থা অবলম্বন করা হবে।

১৪.২ বাস্তবায়নের দায়িত্ব

সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর দায়িত্ব জাতীয় গুণগত মান নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কোর গ্রুপের সাথে ঘনিষ্টভাবে সমন্বয় করে যাবে। জাতীয় গুণগত মান নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতি সাংঘর্ষিক হলে, সেটি সমন্বয় করে একত্রে বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, BNQTRC প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত হবে।

জাতীয় গুণগত মান নীতি (পণ্য ও সেবা), ২০১৫

পরিশিষ্ট-১

কর্ম-পরিকল্পনা

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
১	উদ্দেশ্য: ক্রেতা ও ভোক্তাদের পাশাপাশি দেশীয় ও রপ্তানী বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন, প্রত্যাশা এবং শর্তের সাথে মিল রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল খাতে বাংলাদেশে তৈরী বা লেনদেনকৃত পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। একই সাথে, জনগণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ, ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা।				
	১.১ গুণগত মান, কারিগরি নিয়ন্ত্রণ, মেট্রোলজী, মান (Standards), এ্যাক্রেডিটেশন এবং জাতীয় গুণগত মান পুরস্কার সংক্রান্ত আইন, নীতি, কৌশল (Strategy) ও নির্দেশনা প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন।	১.১.১ গুণগত মান সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং গবেষণালব্ধ আধুনিক প্রযুক্তি বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে প্রচার ও প্রসার।	আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয়
		১.১.২ জাতীয় গুণগত মান পুরস্কার প্রোগ্রাম প্রবর্তন।	গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিযোগী মনোভাব এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		১.১.৩ জাতীয় গুণগত মান দিবস প্রবর্তন।	সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		১.১.৪ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে কোয়ালিটি কোষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে কারিগরি সহায়তা প্রদান।	গুণগত মান উন্নয়নে সহজতর তথ্য বিনিময়।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয়
	১.২ জাতীয় গুণগত অবকাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব আইন বা বিধিমালা বিদ্যমান তা আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা পর্যালোচনা করে পুনঃপ্রনয়ণ এবং নতুন আইনের প্রয়োজন হলে তা প্রণয়ন।	১.২.১ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল আইন প্রণয়ন।	পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়ন, ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		১.২.২ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল স্থাপন।	একটি সমন্বিত গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো গঠন।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		১.২.৩ বাংলাদেশ ওজন ও পরিমাপ আইন পর্যালোচনা ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন অনুযায়ী হাল নাগাদ করা।	আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ অবকাঠামো গঠন।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
২	উদ্দেশ্য: একটি বিশ্বমানের পরিমাপ বিদ্যা, মান-প্রমিতকরণ, এ্যাক্রেডিটেশন, পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশন অবকাঠামো নির্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করা এবং এর কৌশল ও সেবা সংক্রান্ত বিধান প্রয়োগে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শর্তাবলী পূরণ করা।				
	২.১ মেট্রলজী সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি একক পরিমাপ কাঠামো গড়ে তোলা।	২.১.১ NML-BSTI কে বিএসটিআই এর একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উইং হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।	NML-BSTI-এর স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.১.২ BIPM-এর Calibration and Measurement Capabilities (CMCs)-তে NML-BSTI কে অন্তর্ভুক্ত করা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন।	আন্তর্জাতিক মানের সাথে অনুসরণযোগ্য (traceable) পরিমাপ কাঠামো গঠন।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.১.৩ NML-BSTI-এর কর্মপরিধি ভৌত (Physical) মেট্রলজীর সকল প্যারামিটারসহ কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	NML-BSTIসহ পরিমাপ অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	মধ্যম	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.১.৪ জাতীয় মেট্রলজী ল্যাবরেটরি (NML-BSTI) কে জাতীয় মেট্রলজী ইনস্টিটিউট (NMI) এ উন্নীতকরণ।	NML-BSTI-এর স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
		২.১.৫ জাতীয় মেট্রলজী ল্যাবরেটরির অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষায়িত কোন ক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য (যেমন, আণবিক শক্তি, রাসায়নিক) পরিমাপ সেবা প্রদান করতে অন্য যে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত/অনুমোদিত সংস্থা (Designated Institute-DI) হিসেবে নির্বাচন করা।	আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেট্রলজী সেবার পরিধি বৃদ্ধি।	মধ্যম	এনএমএল-বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২.২ দেশে মেট্রলজী সংক্রান্ত ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে সবাই একই পরিমাপ অনুসরণ করে।	২.২.১ দেশে অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।	সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.২.২ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ BUET, DUET, KUET, CUET) ও বেসরকারী খাতের ক্যালিব্রেশন সেবাকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে অনুসরণযোগ্য (traceable) করে তোলার জন্য NML-BSTI-এর নেটওয়ার্কের আওতায় আনা এবং ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	আন্তর্জাতিক মানের সাথে অনুসরণযোগ্য (traceable) পরিমাপ কাঠামো গঠন।	স্বল্প	এনএমএল-বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২.৩ বিএসটিআই-এর Weights and Measures Department (যা মূলত legal metrology-এর কাজ করে থাকে) কে Legal Metrology নামে বিএসটিআই-এর একটি পূর্ণাঙ্গ wing-এ উন্নীতকরণ।	২.৩.১ আইনি পরিমাপ প্রতিষ্ঠা করা: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, বাজেট পেশ, জনবল নিয়োগ।	বিএসটিআই-এর নিয়ন্ত্রণমূলক ও সেচ্ছামূলক কর্মকাণ্ডের সংঘাত দূরীকরণ।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৩.২ আইনি পরিমাপ এর আধুনিকায়ন এবং OIML-এর সাথে সমন্বয় করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন।	ব্যবসা-বাণিজ্যে সঠিক পরিমাপ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।	মধ্যম	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২.৪ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন প্রয়োগ (যেমনঃ মোবাইল কোর্ট) জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আইনী পরিমাপ (legal metrology)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	২.৪.১ আইনী পরিমাপ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইনী পরিমাপের অধীন যন্ত্রপাতির তালিকা প্রকাশ।	আইনী পরিমাপের আধুনিকায়ন।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৪.২ আইনি পরিমাপ এর কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) তৈরী করা।	আইনী পরিমাপের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৪.৩ দেশব্যাপী আইনী পরিমাপ সম্প্রসারণ ও দক্ষ জনবল তৈরী।	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৪.৪ আইনী পরিমাপ বিভাগের lab এর ISO/IEC 17020 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	আইনী পরিমাপের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	মধ্যম	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২.৫ মান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমনঃ ISO, IEC, Codex), WTO TBT এবং WTO SPS চুক্তির নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় মান প্রণয়ন এবং প্রয়োজন অনুসারে আন্তর্জাতিক মান জাতীয় মান হিসাবে গ্রহণ (adopt) করা।	২.৫.১ মান উইং এর বর্তমান কাঠামো আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা।	মান উইং এর আধুনিকায়ন।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৫.২ মান প্রণয়নের কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন নিশ্চিত করা।	মান উইং এর আধুনিকায়ন।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৫.৩ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	মান উইং এর আধুনিকায়ন।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
	২.৬ বিশেষ বিশেষ সেক্টরে মান প্রণয়নের জন্য মান প্রণয়ন সংস্থা (Standards Development Organization-SDO) অনুমোদন দেয়া।	২.৬.১ মান প্রণয়ন সংস্থা অনুমোদনের কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	মধ্যম	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৬.২ মান প্রণয়ন সংস্থা অনুমোদনের আবেদন পর্যালোচনা করা।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	মধ্যম	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২.৭ গুণগত অবকাঠামো এবং রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, BPC, EPB এর মধ্যে গুণগত মান সংক্রান্ত কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরী।	২.৭.১ আমদানি ও রপ্তানির জন্য মান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময়।	আমদানি ও রপ্তানি সহজতর হবে।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইপিবি, বিপিসি
		২.৭.২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান রপ্তানিকারকদের জন্য সহজলভ্য করা।	আমদানি ও রপ্তানি সহজতর হবে।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
	এ্যাক্রেডিটেশন				
	২.৮ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কার্যক্রম ILAC, IAF সহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করা ও তাদের স্বীকৃতি অর্জন।	২.৮.১ সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিএবি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এ্যাক্রেডিটেশন সেবা দিবে যাতে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।	দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.২ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ২০০ ল্যাবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।	বিএবি'র টেকসই উন্নয়ন।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৩ সরকারী খাতে বিএবি'র অপারেটিং বাজেট অব্যাহত রাখা।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৪ বিএবি'র কর্মকর্তা ও এসেসরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।	দক্ষ জনশক্তি।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৫ এ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করবে।	গুণগত মান সেবা সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।	মধ্যম	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৬ International Accreditation Forum (IAF)-এর সদস্য পদ লাভ এবং IAF-এর স্বীকৃতি লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল তৈরী করা এবং ন্যূনতম ৪টি সার্টিফিকেশন বডিকে ISO/IEC 17021 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।	বিএবি'র সকল কর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জন।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৭ বিএবি'র টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ILAC, IAF, PAC, APLAC প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ।	বিএবি'র টেকসই উন্নয়ন।	মধ্যম	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৮.৮ মেডিকেল ল্যাবরেটরি ও পরিদর্শন সেবার এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)-এর স্বীকৃতি অর্জন।	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
	Conformity Assessment				
	২.৯ কারিগরি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মান প্রমিতকরণ (Standardization) যথা: পরীক্ষণ, সার্টিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন, পরিদর্শন সেবার মান উন্নয়ন।	২.৯.১ নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন এবং খাদ্য উৎপাদনকারী ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আইএসও ২২০০০ বা তদ্রূপ সনদ অর্জনে সহায়তা প্রদান।	উন্নততর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা।	মধ্যম	খাদ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই
		২.৯.২ ঔষধ শিল্প নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি যথাঃ—Directorate of Drug Administrationএর ল্যাবরেটরি ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন এবং সরকারী ও বেসরকারী ওষুধ শিল্পের ল্যাবরেটরিকেও অনুরূপ সনদ অর্জনে উৎসাহ প্রদান।	ল্যাবরেটরির আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও উন্নততর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা।	মধ্যম	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Directorate of Drug Administration
		২.৯.৩ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী খাতে উপযুক্ত মেডিকেল ল্যাবরেটরির ISO 15189 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	উন্নততর জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা।	মধ্যম	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.৪ পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা।	মধ্যম	পরিবেশ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.৫ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন। মৎস্য সম্পদ সেক্টরে Good Aquaculture Practice (GAP) সার্টিফিকেশনে উৎসাহ প্রদান।	মৎস্যও প্রাণিসম্পদের আন্তর্জাতিক মান অর্জন।	মধ্যম	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়
		২.৯.৬ কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ল্যাবরেটরিগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জন।	মধ্যম	কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
		২.৯.৭ সরকারী ও বেসরকারী খাতে নিম্নলিখিত সেক্টরের ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন: টেক্সটাইল, জীববিদ্যা, ক্যালিব্রেশন, রাসায়নিক, নির্মাণ সামগ্রী, ফরেনসিক বিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি, মেকানিক্যাল টেস্টিং, মেডিকেল টেস্টিং, অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (Non-destructive Test-NDT, Proficiency Testing service providers, Certified Reference Materials (CRM), ফার্মাসিউটিক্যালস (Pharmaceuticals), ভেটেরিনারী (Veterinary), ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জন।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় , জাতীয় গুণগত মান এবং বাংলাদেশ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএবি, বিএসটিআই; বিসিএসআইআর; পরমাণু শক্তি কমিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
		২.৯.৮ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ISO 9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System) ও ISO 50001 (Energy Management System) সার্টিফিকেশনে সহায়তা প্রদান।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়।
		২.৯.৯ পরিবেশ দূষণ রোধে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ISO 14001 সার্টিফিকেশন, Green Industry, Cleaner Production এবং ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (Clean Development Mechanism) বিষয়গুলিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।	পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন (mitigation)।	মধ্যম	পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
		২.৯.১০ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) সার্টিফিকেশনে উৎসাহ প্রদান।	কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	মধ্যম	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.১১ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শক্তির অপচয় রোধে ISO 50001 (Energy Management System) সার্টিফিকেশনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।	প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হ্রাস ও পরিবেশ সংরক্ষণ।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয় , পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		২.৯.১২ অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ইমারত ও শিল্প কারখানা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি-না এবং Bangladesh National Building Code (BNBC)সহ প্রযোজ্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পরিদর্শন সেবা আরো জোরদার করা। প্রয়োজনের কোন তৃতীয় পক্ষ (Third Party) কে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা।	জান ও মালের নিরাপত্তা।	মধ্যম	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.১৩ তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ISO 20000 (IT Service Management System), ISO 27001 (Information Security Management System) ও ISO 22301 (Business Continuity Management) সার্টিফিকেশন উৎসাহ প্রদান।	তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুণগত মান সেবার বিকাশ।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.১৪ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ISO 30000 (Ship recycling Management Systems) সার্টিফিকেশন উৎসাহ প্রদান।	জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পটি আরও নিয়ন্ত্রিত হবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকরী হবে।	মধ্যম	শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
		২.৯.১৫ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন Seed Certification Agency এর ISO/IEC 17065 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন ও Plant Quarantine Laboratory ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	কৃষি ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন।	স্বল্প	কৃষি মন্ত্রণালয়
		২.৯.১৬ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরির ISO/IEC 17025 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।	ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা।	স্বল্প	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর
		২.৯.১৭ বয়লার পরিদর্শন সেবার আধুনিকায়ন ও ISO/IEC 17020 অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জন।	বয়লার সেফটি নিশ্চিত করা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		২.৯.১৮ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রমিত মান উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে। যা, মান উন্নয়নের পাশাপাশি মান অনুসরণ (Compliance), কর্মদক্ষতা (Performance), আন্তঃকার্যোপযোগিতা (Interoperability), জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মান যাচাই এবং প্রত্যয়ন (testing and certification) করবে।	গ্রাহকবান্ধব ও আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে টেলিযোগাযোগ পণ্য ও সরঞ্জাম উন্নয়ন, সংযোজন ও উৎপাদনের পথ সুগম করা।	মধ্যম	ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগ
৩	উদ্দেশ্য: ডব্লিউটিও-টিবিটি ও এসপিএস চুক্তি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন নিশ্চিতপূর্বক জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আধুনিকায়ন এবং জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোর প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাও স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা স্থাপন।				
	৩.১ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর জন্য জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল এর কার্যক্রম শুরু।	৩.১.১ সংশ্লিষ্ট কারিগরি নিয়ন্ত্রণ পর্যালোচনা ও প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৩.১.২ কারিগরি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (টিআরএফ) সংক্রান্ত তথ্যাবলী গঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে বিনিময় করা এবং টি আর এফ এর কার্য পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রদান।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৩.১.৩ পণ্য এবং সেবার শ্রেণী অনুযায়ী কারিগরি নিয়ন্ত্রণ (Technical Regulation) এর একটি ডিজিটাল ডাটাবেস উন্নয়ন।	উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানিকারকদের কারিগরি বিধি-বিধান পালন সহজতর হবে।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৩.১.৪ জাতীয় টিবিটি অনুসন্ধান স্থান এর দায়িত্ব বিএসটিআই থেকে স্থানান্তর করে গঠিতব্য এনকিউটিআরসি (BNQTRC)-তে হস্তান্তর করা।	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ডব্লিউটিও টিবিটি সংক্রান্ত নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৩.১.৫ বিএসটিআই- এর রেগুলেটরি ও নন রেগুলেটরি কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি সীমারেখা স্থাপন যাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘাত (Conflict of interest) না ঘটে।	বিএসটিআই-এর কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ওগতিশীলতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
৪	উদ্দেশ্য: জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামো এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।				
	৪.১ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।	৪.১.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান, মান (Standards), পরিমাপ বিদ্যা বা মেট্রলজী, এ্যাক্রেডিটেশন এবং সাদৃশ্য নিরূপণ সংক্রান্ত অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রকৌশল ও বিজ্ঞান শাখায় এ সংক্রান্ত কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা।	গুণগত মানসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	দীর্ঘ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
	৪.২ মেট্রলজিস্ট, কোয়ালিটি অডিটর ও কনসালটেন্ট প্রশিক্ষণ ও রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু করা।	৪.২.১ গুণগত মান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।	উন্নততর ও মানসম্মত সেবা।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৪.২.২ গুণগত মান সংক্রান্ত অডিটর ও কনসালটেন্ট এর রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু করা।	উন্নততর ও মান সম্মত সেবা।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়
৫	উদ্দেশ্য: গুণগত মান অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা, উভয় পক্ষের সচেতনতা বৃদ্ধিপূর্বক বাংলাদেশে একটি মান সংস্কৃতির (Quality Culture) প্রসার ঘটানো।				
	৫.১ গুণগত মানের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা।	৫.১.১ কর্মশালা, সভা ও সেমিনার আয়োজন।	গুণগত মান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএসটিআই, বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৫.১.২ প্রচার সামগ্রী যেমন পোস্টার, বুকলেট, বই, CD প্রকাশ করা।	গুণগত মান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএসটিআই, বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
	৫.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে গুণগত মান সংক্রান্ত মত বিনিময়।	৫.২.১ নীতি নির্ধারক ও পরামর্শ দাতাদের মধ্যে মত বিনিময় আয়োজন।	গুণগত মান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএসটিআই, বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৫.২.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শদাতাদের মধ্যে মত বিনিময় আয়োজন।	গুণগত মান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএসটিআই, বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়

	নীতি ব্যবস্থা (Policy Measure)	কার্যক্রম (Activities)	প্রত্যাশিত ফলাফল	মেয়াদ	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী
	৫.৩ সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যাপক প্রচারণা।	৫.৩.১ গণমাধ্যমে প্রবন্ধ প্রকাশ, আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান চালানো।	গুণগত মান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, বিএসটিআই, বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
৬	উদ্দেশ্য: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসাবে জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোতে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো।				
	৬.১ জাতীয় গুণগত মান অবকাঠামোতে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার।	৬.১.১ বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত প্রায় ৩৬০০ জাতীয় মান কে ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর।	ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.২ জাতীয় মান ও সর্বাধিক জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মানের ই-ক্যাটালগ প্রণয়ন এবং অনলাইনে বিক্রয় শুরু।	গুণগত মান সেবা ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরো গতিশীল হবে।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৩ বিএসটিআই-এর Certification Mark, Chemical & Physical Testing, Metrology কর্মক্ষেত্রে ঢাকা ও আঞ্চলিক অফিসগুলোতে automation চালু করা।	বিএসটিআই আরো আধুনিক এবং গতিশীল হবে।	স্বল্প	বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৪ সরকারি প্রয়োজন ব্যতীত BNQTRC-এর সকল কর্মকান্ডে কাগজবিহীন (Paperless) সিস্টেম চালু করা।	BNQTRC-এর কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণ।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৫ বিএবি'র কর্মকান্ডে automation চালু করা।	বিএবি-এর কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণ।	স্বল্প	বিএবি, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৬ পণ্য এবং সেবার শ্রেণি (Category) অনুযায়ী কারিগরি নিয়ন্ত্রণ এর একটি ডিজিটাল ডাটাবেস উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা।	উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানিকারকদের কারিগরি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কারিগরি বিধিবিধান পালন সহজতর করা।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৭ দেশে আইএসও সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং সনদ গ্রহণকারী সংস্থার ডিজিটাল ডাটাবেস উন্নয়ন ও সংরক্ষণ। এই সব সংস্থার উপর নজরদারী করা।	আইএসও (ISO) সনদের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি।	স্বল্প	বাংলাদেশ জাতীয় গুণগত মান এবং কারিগরি নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল, শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৮ গুণগত মান অবকাঠামোর সকল প্রতিষ্ঠানে ই-সেবা চালু করা।	সহজ ও উন্নত নাগরিক সেবা।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৬.১.৯ গুণগত মান অবকাঠামোর ওয়েবসাইট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থাসহ বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসের ওয়েবসাইট এর লিংক স্থাপন করা।	গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরো গতিশীল হবে।	স্বল্প	শিল্প মন্ত্রণালয়